ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৫৫
আগরতলা,৬ মে,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

গত ২৬ এপ্রিল, ২০২৫ প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় ‘ধর্ষিত দুই নাবালিকা’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে বাইখোড়া থানার তদন্তের উপর ভিত্তি করে দক্ষিণ ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলাশাসক কে. প্রদীপ স্পষ্টিকরণ দিয়েছেন। স্পষ্টিকরণে বলা হয়েছে, বাইখোড়া থানায় ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে নথিভুক্ত ধর্ষণের অভিযোগ (কেস. নং. ২০২৫ বি.কে.আর. ০১৫) মূলে থানার পক্ষ থেকে এস.আই. অর্জন চাকমাকে তদন্তের কাজে নিযুক্ত করা হয়। এস.আই. তথা এই মামলার আই.ও. অর্জন চাকমা বাদি পক্ষ দুই নাবালিকা মেয়ের সাথে কথা বলে ঘটনার স্কেচ ম্যাপ তৈরি করেন এবং প্রাপ্ত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অভিযুক্ত বীরবন্ত রিয়াংয়ের এবং ধর্ষিতা মেয়ের পরিধিত কাপড়ের পরীক্ষা করানো হয় এবং বাজেয়াপ্ত জিনিসের তালিকা বানিয়ে এল.ডি. কোর্টে পাঠানো হয়। তদন্ত প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে উভয় ধর্ষিতা নাবালিকাদের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে মহিলা ডাক্তারের মাধ্যমে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন করা হয় এবং মেডিক্যাল অফিসারের সাহায্যে তাদের পরিধিত পোশাক সহ এক সিজার লিস্ট বানানো হয়।

তদন্ত চলাকালীন সময়ে আই.ও. ধর্ষিতা নাবালিকাদের দেখানো ঘটনাস্থলে যান ফরেন্সিক টিম সহ এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সেখান থেকে একটি ডাস্টার ক্লথ সংগ্রহ করেন। পরে এফ.আই.আর. অনুযায়ী দ্বিতীয় অভিযুক্ত রাজেন্দ্র রিয়াংকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়িটিকেও (রেজি. নং. টি.আর.০৮ডি.-০৫১৭ মারুতি ইকো) বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে ফরেন্সিক টিম সংশ্লিষ্ট গাড়িটি থেকে দু’টি তোয়ালে সহ আরও কিছু জিনিস সংগ্রহ করে। বাজেয়াপ্ত সমস্ত জিনিসগুলিকে ফরেন্সিক বিশ্লেষণের জন্য টি.এস.এফ.এস.এল.-এ পাঠানো হয়েছে।

এই ঘটনার তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এস.এফ.এস.এল.-এর রিপোর্ট পাওয়া গেলে তদন্তের বাকি কাজ এগিয়ে যাবে।

*****